ইসরাইলে মাটি খুড়ে পাওয়া গেল ইসলামি যুগের কলসভর্তি স্বর্ণমুদ্রা!

ইসলামি স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত আব্বাসীয় খিলাফতের বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেল ইসরাইলে।

ইসরাইলের ইয়াভনে শহরের কাছে খননকাজ চালানোর সময় কলসভর্তি ওই স্বর্ণের মুদ্রা পাওয়া যায়।দেশটির প্রত্নতাত্ত্বিকরা সোমবার এ তথ্য জানিয়েছেন।খবর বিবিসির।

সোমবার ইসরাইলের অ্যান্টিকস অথরিটি’র দুই প্রত্নতত্ত্ববিদ লিয়াত নাদাভ-জিভ এবং এলিয়ে হাদাদ এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, মোট ৪২৫টি ‘অত্যন্ত দুর্লভ’ প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছেন তারা। প্রতিটি মুদ্রা খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে অধিকাংশ ১১০০ বছর পুরনো আব্বাসীয় আমলের।

জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া সম্পদের মধ্যে ছোট আকারের স্বর্ণমুদ্রার অনেক টুকরা পাওয়া গেছে। ওই আমলে এগুলো স্বল্প মূল্যের মুদ্রা ছিল বলে ইসরাইলি বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

নবম শতাব্দীর শেষ সময়টা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতে স্বর্ণযুগ। ওই সময় সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার ঘটেছিল।

এ থেকেই প্রমান পা্ওয়া যায়, ইসরাইলের জবর-দখল করা ফিলিস্তিনিদের এ ভূমি আসলে মুসলমানদেরই ছিল।

সূত্র- যুগান্তর

এস কে সিনহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন তিনজন

২০১৬ সালে ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমান পদ্মা ব্যাংক) চার কোটি টাকা ঋণ জালিয়াতি ও অর্থপাচার মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন ফারমার্স ব্যাংকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজার অব অপারেশন মৃনাল মজুমদারসহ তিনজন।

আজ মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক শেখ নাজমুল আলমের আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। এসময় পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ১ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেন আদালত।

সাক্ষ্য দেওয়া অপর দুইজন হলেন ব্যাংকের এক্সকিউটিভ অফিসার মো. রেজাউল হাসান ও মামলার রেকর্ডিং অফিসার মো. মনিরুল ইসলাম।

এ মামলায় জামিনে থাকা ফারমার্স ব্যাংকের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বপন কুমার রায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. লুৎফুল হক, সাবেক এমডি এ কে এম শামীম, সাবেক এসইভিপি গাজী সালাহউদ্দিন, টাঙ্গাইলের বাসিন্দা মো. শাহজাহান, নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা আদালতে উপস্থিত হন। এছাড়া এ মামলায় কারাগারে থাকা ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেডের অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুল হক চিশতীকে (বাবুল চিশতী) আদালতে হাজির করা হয়। এসময় আদালতে তাঁর জামিন আবেদন করা হয়। পরে আদালত জামিন আবেদন খারিজ করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এদিকে, এ মামলার প্রধান আসামি সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এস কে সিনহা)-সহ চার আসামি এখনো পালাতক। অন্য তিন আসামি হলেন ফারমার্স ব্যাংকের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সাফিউদ্দিন আসকারী, রণজিৎ চন্দ্র সাহা ও তার স্ত্রী সান্ত্রী রায়।

গত ১৮ আগস্ট আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলার বাদী দুদক পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন সাক্ষ্য দেন। ১৩ আগস্ট এ মামলার অভিযোগ গঠন করেন আদালত। এর আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ মামলাটি ঢাকার বিশেষ জজ-৪-এ বদলির আদেশ দেন।

গত ৫ জানুয়ারি এস কে সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। ১০ ডিসেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের পরিচালক বেনজীর আহমেদ। এর আগে ৪ ডিসেম্বর কমিশনের সভায় ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র অনুমোদন দেওয়া হয়।

গত বছরের ১০ জুলাই দুদক পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন বাদী হয়ে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকায় মামলাটি করেন। সূত্র- কালের কন্ঠ

সরকারি চাকরিজীবীদের গণমাধ্যমে কথা বলতে বিধি মানতে হবে

সামরিক শাসনামলে প্রণীত ৪১ বছর আগের বিধিমালার একটি বিষয় নতুন করে সরকারি চাকরিজীবীদের মনে করিয়ে দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি ছাড়া কেউ গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। অর্থাৎ ওই বিধি মেনে চলতে হবে। বিশিষ্টজনরা মনে করছেন, এতে গণমাধ্যমে অবাধ তথ্যপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে, উৎসাহিত হবে গুজব।

করোনাকালে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হচ্ছে। ঠিক তখনই এমন একটি আদেশ জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যায় বলে মনে করেন গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক গোলাম রহমান বলেন, ‘প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়ম থাকতেই পারে। কিন্তু সেটি সত্য প্রকাশে বাধা হলে তা কাম্য নয়।’ তিনি বলেন, ‘যত বেশি বাক্স্বাধীনতার উদারতা থাকবে প্রতিষ্ঠানে, তত স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা হবে। যদি কেউ মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।’

বাংলাদেশ ফেডারেল ইনিয়ন অব জার্নালিস্ট-বিএফইউজের মহাসচিব শাবান

মাহমুদ বলেন, ‘এ ধরনের আদেশ অত্যন্ত বিব্রতকর। মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেশের সব নাগরিকের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার। কাউকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তথ্যপ্রবাহে অস্বচ্ছতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে।’ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ বলেন, ‘তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সামরিক আমলে প্রণীত এসব বিধিবিধান যাঁরা এখন মনে করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের মাথায় অগণতান্ত্রিক ভূত চেপেছে। এতে গুজব, ভয় ও অস্বচ্ছতা বাড়বে। সামরিক আমলের এই বিধি বাতিল করা উচিত।’

১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালার ২২ নম্বর বিধি অনুযায়ী, ‘সরকারি কর্মচারী বিভাগীয় প্রধানের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বেতার কিংবা টেলিভিশন সম্প্রচারে অংশগ্রহণ করতে বা কোনো সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে নিজ নামে বা বেনামে বা অন্য নামে কোনো নিবন্ধ বা পত্র লিখতে পারবে না।’

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে গত ১৮ আগস্ট সব মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কাছে পাঠানো চিঠিতে এই ব্যাপারে নজর রাখতে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে, ‘বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো কোনো সরকারি কর্মচারী বিভাগীয় প্রধানের অনুমোদন ছাড়া কিংবা প্রকৃত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে বেতার ও টেলিভিশনের সংবাদ, টক শো, আলোচনা অনুষ্ঠান, পত্রপত্রিকা বা অনলাইন মাধ্যমে বক্তব্য বা মতামত বা নিবন্ধ বা পত্র প্রকাশ করছেন।’

প্রসঙ্গত, ওই বিধিতে এটাও বলা আছে, ‘যদি ওই সম্প্রচার বা নিবন্ধ বা পত্র সরকারি কর্মচারীর ন্যায়পরায়ণতা, বাংলাদেশের নিরাপত্তা অথবা বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত না করে অথবা জনশৃঙ্খলা, শালীনতা, নৈতিকতার বিঘ্ন না ঘটায় অথবা আদালত অবমাননা না হয়, তবে এসব প্ররোচনা হিসেবে গণ্য হবে না।

আরো বলা হয়েছে, ‘ওই সম্প্রচার, নিবন্ধ বা পত্র যদি পুরোপুরি শিল্প-সাহিত্যধর্মী অথবা বিজ্ঞানভিত্তিক অথবা ক্রীড়া সম্পর্কিত হয়, তাহলে আগে থেকে অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন হবে না।’

জনপ্রশাসন থেকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা যদি সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য সম্প্রচারে অংশ নেন তাহলে বিভাগীয় প্রধানের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

এই বিষয়ে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন,

‘এটা অনেক আগের বিধিমালা, নতুন কিছু নয়। শুধু নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘যেকোনো প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে কিছু নিয়ম-কানুন মানতে হয়। সরকারি চাকুরেরাও তার বাইরে নয়। সরকারি কাজে যুক্ত থাকার কারণে আমাকেও সরকারি নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়।’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

দলিল প্রতি ঘুষ নেন কমপক্ষে ৩৫০টাকা, কখনও তারও বেশি!

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্টার কার্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রতিমাসে এই কার্যালয় থেকে কমপক্ষে ৩০০ দলির সম্পন্ন হয়। প্রতি দলিল থেকে কমপক্ষে সাড়ে তিনশ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কোন কোন দলিলে আরো বেশি নেওয়া হয়।

জেলা রেজিস্টারে অডিট ব্যয়, নজরানা সহ এই নানাবিধ কারন দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার টাকা।

গাংনীর বর্তমান সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি যোগদান করেন। অভিযোগ রয়েছে মাহফুজ রানা সাব-রেজিস্টার হিসেবে যোগদানের পর থেকেই বেড়েছে দুর্নীতি। নিজেকে ছাত্রলীগের সাবেক নেতার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে ঘোরে তার দুর্নীতির চাকা।

জানা গেছে, গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসে সরকারী নিয়মানুযায়ী ইউনিয়নের কৃষি জমি মূল্যেও ৭ শতাংশ, অকৃষি জমি ৮ শতাংশ, পৌর সভার মধ্যে ২ শতাংশ, প্রিন্টসহ হলফনামা বাবদ ৩০০ টাকা, ই-এ-এন বাবদ ২২৫ টাকা, পে- অর্ডার , নোটিশ বোর্ড ফিস বাবদ ২০০ টাকা ও দলিল লেখকদের লেখা খরচ বাবদ ৮২৫ টাকা উল্লেখ রয়েছে।

অসাধু দলিল লেখক ও অসাধু কর্মচারীরা বিভিন্ন কারন দেখিয়ে দলিল প্রতি ৩’শ টাকা থেকে ৮’শ টাকা ও নকল সরবরাহের জন্য ১ হাজার টাকা

থেকে ১ হাজার ৫’শ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। অফিস সহকারী হাঁসনা হেনা বকুল সরাসরি গ্রাহকদের কাছ থেকে এই টাকা গুলো আদায় করে। পরে সাব-রেজিস্টার সহ সকল কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে পকেটস্ত করেন।

এছাড়ও সময়মত অফিসেও আসেননা বলে জানা যায় সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা।

১নং দলিল লেখক সমিতির মহুরীদের চাপ দিয়ে জিপি দলিলে সরকারি ফিস ৬’শ টাকা। সেখানে ১ হাজার ৭’শ টাকা আদায় করছেন। ২নং কবলা দলিলে সরকারি ফিস মাত্র ৩’শ টাকা। দলিল ফাইলিংয়ের নামে সেখানে আদায় করা হচ্ছে ৮’শ টাকা, ৩নং নকল সরবরাহের জন্য সরকারি ফিস ৪’শ ৫০ টাকা। সেখানে আদায় করা হয় ১ হাজার থেকে ১২’শ টাকা। ৪নং নামবারিং দলিলে ২ হাজার টাকা আদায় করছেন। ৫নং মসজিদ উন্নয়নের জন্য দলিল প্রতি ২০ টাকা উত্তোলন করা হলেও সেই টাকারও ভাগ নেয় মাহফুজ রানা। এছাড়াও স্ট্যাম্প কম্পিউটার কম্পোজ না করে রেজিস্ট্রি কাজ সম্পাদন করছেন বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দলিল লেখক জানান, দলিল প্রতি অতিরিক্ত ৩৫০ টাকা দেওয়া লাগে। এর মধ্যে জেলা রেজিস্টার বাবদ ২০০ টাকা, সাব-রেজিস্টার বাবদ ১০০ টাকা এবং অফিস বাবদ ৫০ টাকা উল্লেখ করা হয়।

অন্য এক দলিল লেখক জানান, কমপক্ষে ৫০০ টাকা না দিলে কোন জমি রেজিস্ট্রি করেন না সাব-রেজিস্টার। অফিস সহকারি হাসনা হেনা বকুলের মাধ্যমে সাব-রেজিস্টার এই অর্থ গ্রহণ করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩০০ দলির সম্পন্ন হয় গাংনী সাব-রেজিস্টার কার্যালয় থেকে। দলিল প্রতি কমপক্ষে ৩৫০টাকা নিলেও অতিরিক্ষ লক্ষাধিক অতিরিক্ত অর্থ তারা ক্রেতা-বিক্রেতাদের কাছে থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন।

ভুক্তভোগী গাংনী শহরের হাসপাতাল বাজারের হায়দার আলী জানান,গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসে কোন নিয়ম নেই । অতিরিক্ত টাকা ছাড়া কোন কাজতো হয়ই না কেউই কথাও শোনেন না।

বানিয়াপুকুর গ্রামের মুসফিক জানান, সরকারী নিয়মের বালাই নেই লাগাম হীন ভাবে টাকা নেই হয় আমরা সাধারন মানুষ কার কাছে যাবো সবাই সাব-রেজি: অফিসের তিনজনের কাছে জিস্মি।

গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আবুসামা জানান, আমি জমি ক্রয় করে রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা চাওয়ায় বিপাকে পড়েছি।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা জানান, গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসকে একটি মডেল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু একটি মহল আমাকে বাধা গ্রস্থ করছে। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

মেহেরপুরে বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিলের অভিযোগ

মেহেরপুরে বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিলের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রাহকরা। এমন অভিযোগ তুলেছেন বেশকয়েকজন গ্রাহক। ভুতুড়ে বিলের সমস্যায় পড়ে তারা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। এ নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে ধর্ণা দিলেও কোন সুরাহা পাচ্ছেন না গ্রাহকরা।

মেহেরপুর কাথুলী সড়কের সেনাবাহিনীর সার্বেক সার্জেন্ট মহিবুল ইসলাম এমনই এক অভিযোগ করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিন এর কাছে।

তিনি জানান, প্রতি মাসে তার দোকানে সর্বোচ্চ ১০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যাবহার হয়। অথচ জুন মাসে ১৩৫ ইউনিট ব্যবহার দেখিয়ে বিল করা হয়েছে ১হাজার৩৬৯ টাকা। তিনি জানান, এ নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে গেলেও কোন সুরাহা হয়নি। উল্টো বিদ্যুৎ বিল দ্রুত পরিশোধ করার জন্য তাগাদে দেন।

শহরের হোটেল বাজার শাহানাজ বেগম জানান, তার বাসাতেও অতিরিক্ত ২০০ ইউনিটের বিদ্যুৎ ব্যবহার দেখানো হয়েছে। ইউনিটের স্পেল অনুযায়ী বিদ্যুৎ দাম বৃদ্ধি হওয়ায় অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা বিদ্যুতের বিল দেওয়া হয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের চাই।

এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ সররবরাহ শাখার নিবার্হী প্রকৌশলী সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

‘আলমডাঙ্গায় চেয়ার আছে, পদ আছে রাজনীতি নাই’

‘আলমডাঙ্গাতে কোন রাজনীতি নাই’ দীর্ঘদিন ধরে সচেতন মহলের মাথায় এই দূর্বোধ্য ভাবনাটি ঘুরছে। চেয়ার আছে, পদ আছে অথচ রাজনীতি নাই। কিন্ত যেখানে মানুষ আছে সেখানে রাজনীতি কেন থাকবে না? রাজনীতি তো মানুষের কল্যাণের জন্য।

রাজনীতি না থাকলে মানুষের কল্যাণ কিভাবে হবে? এরকম বড় বড় প্রশ্নও মানুষের মাথায় ঘুরছে। ঘুরছে অনেকদিন। কিন্ত কোন উত্তর নাই। রাজনীতির মানব কল্যাণের এসব প্রশ্ন নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি ও হারদী ইউপির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, মাথা ঘামিয়ে যারা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন তারা মনে করেন, ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব আসছে না। যারা নেতৃত্বে থাকছেন তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেকে নিয়ে ভাবছেন। মানুষের কল্যাণের কথা ভাবছেন না। ঠিক নেতৃত্বের অভাবেই মানুষের জন্য যে রাজনীতি তা কোথাও যেন আজ হাওয়ায় মিশে গেছে। মানুষের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতিটা তাই এখন আর সাধারণ মানুষের নজরে আসছে না।

তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন করেন, আমাদের এমপি মহোদয় জীবনভর জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করে যাচ্ছেন। কিন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কেন তাঁর ঠিক অনুসারি হতে পারছেন না?

নুরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা পৌর শহরের অপূর্নাঙ্গ ড্রেনেজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অনেক টাকা নেতাদের পকেটে উঠেছে কিন্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। এটাকে রাজনীতি বলে না। বলে শোষণনীতি।

তিনি আলমডাঙ্গার শহীদ মিনার নিয়েও কথা বলেন, তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারী সব দলের সব নেতা রাতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যান।

কিন্ত শহীদ মিনারের মাঠ থাকে কর্দমাক্ত। বড় বড় চেয়ারের মালিকরা মাঠটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করতে পারেন না। এটা দায়িত্বহীনতা।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিয়েও কথা বলেন। সভাপতি পৌরসভার মেয়রের চেয়ারে বসে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘবছর ধরে কিভাবে আর কি কি উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করেন জানতে চেয়ে নুরুল ইসলাম বলেন, এভাবে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। একটা মানুষের কখনও কল্যাণে আসবে না। তাকে দিয়ে রাজনীতিকে মানুষের জন্য কল্যাণমুখী কাজ করা অবাস্তব।

তিনি দলের ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে জোর আহবান জানান।

গাংনীর কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে গাংনীর কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই আব্দুল আলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মটমুড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ

সোহেল আহম্মেদ, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী ও মনিরুজ্জামান আতু সহ ইউ পি সদস্য বৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করেন। যা কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।
এবং গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান বিট পুলিশিং কি এবং কেন এই বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করা হলো তা বিস্তারিত জানান।

এ বিষয়ে মটমুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ জানান বিট পুলিশিং এখন জনগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশের সেবা নিশ্চিত করবেন। এবং আমরা সকলেই কৃষি পরিবারের সন্তান তাই আমাদের ছোট খাটো সমস্যা নিয়েও এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে থানায় যেতে হতো এখন থেকে আমাদের যাতেকরে ছোট খাটো এই সমস্যা নিয়ে থানায় যেতে না হয় তার জন্য এই বিট পুলিশিং এর ব্যাবস্থা করেছেন।

এ বিষয়ে কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই জানান আমরা আপনাদের পাশে সবসময় তবে আপনাদেরও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিট পুলিশিং সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।

দামুড়হুদায় ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার জয়রামপুরে কপোতাক্ষ ট্রেনের ধাক্কায় হানেফ জোয়ার্দ্দার,ওরফে হানেফ মিস্ত্রী (৪০) নামের এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯ টার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত হানেফ জোয়ার্দ্দার চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের ইদবারী জোয়ার্দ্দারের ছেলে।

তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি দামুড়হুদা উপজেলার ছোট দুধপাতিলা গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে নিজে জমি কিনে ছোট

দুধপাতিলা গ্রামের নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন। তার লাশ বর্তমানে সেই বাড়িতেই রাখা আছে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকালে হানেফ নামের ওই ব্যক্তি সাইকেল যোগে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর বিলে মাছ ধরার জন্য যাচ্ছিলো কেটো পুল পার হওয়ার সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী ৭১৫ আপ কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় তিনি লাইনের পাশে পড়ে যেয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যবরণ করেন।

এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন ঘটনা স্থল থেকে হানেফের লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম মৃত হানেফের বাড়িতে উপস্থিত হয়। তবে জিআরপি পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নারী নিহত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে লাটাহাম্বা (স্থানীয় ইঞ্জিনচালিত বালি ও মাটি টানা গাড়ি) ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিল্পী খাতুন
(৪০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন।

সোমবার বেলা ১২ টার দিকে শহরতলির ফলসি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিল্পী খাতুন উপজেলার ফতেপুর গ্রামের মৃত বজলুর রহমানের মেয়ে।

নিহতের ভাই স্কুল শিক্ষক আব্দুল মান্নান জানান, তার বোন সোমবার সকালে আমাদের বাড়ি থেকে ছেলে শিশিরের সাথে মোটরসাইকেলযোগে নিজ বাড়ি একই উপজেলার বিন্নি গ্রামে ফিরছিলেন। তারা ফলসি গ্রামে পৌছালে ইঞ্জিনচালিত লাটা হাম্বারের সাথে মটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে শিল্পী খাতুন রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে আহত হন।

স্থানীয়রা শিল্পীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে তার মৃত্যু হয়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মোঃ আশরাফুল ইসলাম

জানান, নিহতের মাথায় প্রচন্ড আঘাতের ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। এতে পথেই তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি মোঃ আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

কালীগঞ্জে বিকাশ এজেন্টের বাড়িতে দুর্র্ধর্ষ ডাকাতি, নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এক বিকাশ এজেন্টের বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। রবিবার রাত ৩ টার দিকে কালীগঞ্জ পৌর এলাকার কাশীপুর গ্রামের ষ্টেশন রোডের শহিদুল ইসলাম বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

শহিদুলর ইসলাম জানায়, রবিবার রাত ৩ টার দিকে ৫/৬ জনের মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাতদল তার বাড়ির গেটের গ্রিল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে এরপর জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। অস্ত্রের মুখে আমার এবং আমার স্ত্রীকে জিম্মি করে।

এরপর ডাকাতদল প্রায় আধা ঘন্টা ধরে অবস্থান করে একে একে সকল আলমিরা থেকে ১৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং বিকাশ এজেন্ট তার ছেলে বাপ্পির বিকাশ ব্যবসার নগদ ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। তার ছেলে বাপ্পি এবং বাপ্পির স্ত্রী আত্বিয় বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। এ সুযোগে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে বলে জানান তিনি।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহাফুজুর রহমান মিয়া জানান, ডাকাতির খবর পেয়ে আমি এখন ঘটনাস্থলে আছি। ঘটনা জানার পর প্রয়োজনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।